বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

আপীল বিভাগ

উপস্থিত:

বিচারপতি জনাব সৈয়দ মাহমুদ হোসেন,

প্রধান বিচারপতি

বিচারপতি জনাব মোহাম্মদ ইমান আলী

বিচারপতি জনাব হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী

বিচারপতি জনাব মির্জা হোসেইন হায়দার

ক্রিমিনাল পিটিশন ফর লিভ টু আপিল নং- ১৬৪/২০১৭

(ফৌজদারি রিভিশন নং- ১০৬২/২০১৬- মামলায় হাইকোর্ট বিভাগে ০৯.১১.২০১৬ তারিখের রায় ও আদেশ হতে উদ্ভূত)

মঞ্জুর মোরশেদ খান এবং অন্যান্য:

পিটিশনারগণ

বনাম

দুর্নীতি দমন কমিশন এবং অন্যান্য:

রেসপনডেন্টগণ

পিটিশনারগণের পক্ষে : জনাব রোকনউদ্দিন মাহমুদ, সিনিয়র অ্যাডভোকেট, বিভাস চন্দ্র বিশ্বাস, কর্তৃক নির্দেশিত অ্যাডভোকেট অন-রেকর্ড।

রেসপনডেন্টগণের পক্ষে : জনাব খোরশেদ আলম খান, অ্যাডভোকেট, জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম, কর্তৃক নির্দেশিত অ্যাডভোকেট অন-রেকর্ড।

শুনানির তারিখ : ০৮-০৩-২০১৮

রায়

বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী :

এই পিটিশন দাখিলে বিলম্ব মার্জনা করা হয়েছে।

এই ক্রিমিনাল পিটিশন ফর লিভ টু আপিলটি ক্রিমিনাল রিভিশন নং ১০৬২/২০১৬-এ হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক ০৯.১১.২০১৬ তারিখে রুল নিষ্পত্তি করে দেওয়া রায় এবং আদেশের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছে।

এই পিটিশনটি নিষ্পত্তির জন্য প্রাসঙ্গিক তথ্যগুলি হলো ৩১.১২.২০১৩ তারিখে মোঃ মনিরুজ্জামান খান, ডেপুটি ডিরেক্টর, দুর্নীতি দমন কমিশন (কমিশন), মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০৯ এর ৪ ধারা এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২-এর ৪ ধারার অধীনে পিটিশনারগণের বিরুদ্ধে গুলশান থানায় একটি এজাহার দায়ের করে, যেখানে অভিযোগ করা হয় যে তারা ৩,৯৫,৬২,৫৪১.৬৫/-(তিন কোটি পঁচানব্বই লক্ষ বাষট্টি হাজার পাঁচশত একচল্লিশ টাকা) ইউএস ডলার এবং ১,৩৬,৪৫,৫৩৮.৩৭/-(এক কোটি ছত্রিশ লক্ষ পয়তাল্লিশ হাজার পাঁচশত আটত্রিশ টাকা) হংকং ডলার পাচার করেছে, যা পূর্বে উল্লেখিত আইনের বিধানের অধীনে অপরাধ। তদন্ত শেষে তদন্তকারী কর্মকর্তা চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। মামলাটি ঢাকার মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালতে ২০১৬ সালের মেট্রোপলিটন বিশেষ মামলা নং ৮০ হিসাবে নিবন্ধিত হয়েছিল। ২৯.০৩.২০১৬ তারিখে মেট্রোপলিটন সিনিয়র স্পেশাল জজ, ঢাকা উক্ত পুলিশ প্রতিবেদনটি বিবেচনার জন্য ০৫.০৪.২০১৬ তারিখ নির্ধারণ করেন। ০৫.০৪.২০১৬ তারিখে স্পেশাল জজ উক্ত চূড়ান্ত প্রতিবেদনটি গ্রহণ করে পিটিশনারগণকে মামলা থেকে অব্যাহতি দেন। পরবর্তীতে, ২৯.০৫.২০১৬-তারিখে কমিশন মেট্রোপলিটন সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালতে ফৌজদারি কার্যবিধির ১৭৩ (৩বি) ধারার সাথে পঠিতব্য দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ধারা ১৯ এবং ২০- সাথে পঠিতব্য, মামলাটির অধিকতর তদন্তের আবেদন করেন। ৩১.০৫.২০১৬ তারিখে কমিশন তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিল করা জমা দেওয়া চূড়ান্ত প্রতিবেদনের বিরুদ্ধেও একটি 'নারাজি' পিটিশন দায়ের করে। স্পেশাল জজ কমিশনের পক্ষে মোঃ জাহাঙ্গীর আলমকে পরীক্ষা করেন। ০২.০৬.২০১৬ তারিখে মেট্রোপলিটন সিনিয়র স্পেশাল জজ, ঢাকা নারাজি পিটিশনের পাশাপাশি কমিশন কর্তৃক দায়েরকৃত অধিকতর তদন্তের আবেদনটিও প্রত্যাখ্যান করে এই যুক্তির প্রেক্ষিতে যে, চূড়ান্ত প্রতিবেদন গ্রহণের করে অভিযুক্তদের মামলা থেকে অব্যাহতি দেওয়ার পরে উক্ত আদালত ফাঙ্কটাস অফিসিও (functus officio) তে পরিণত হয়েছে, সুতরাং ‘নারাজি’ পিটিশনটি আদালতের গ্রহণ করার কোনো সুযোগ নেই।

এরপর কমিশন ০২.০৬.২০১৬ তারিখের আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট বিভাগে ক্রিমিনাল ল এমেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট, ১৯৫৮ এর ১০ (১) (ক) ধারার অধীনে একটি আবেদন করে এবং রুল প্রাপ্ত হয়।

হাইকোর্ট বিভাগ ০৯.১১.২০১৬ তারিখের রায় ও আদেশের মাধ্যমে বিজ্ঞ মেট্রোপলিটন সিনিয়র স্পেশাল জজ কর্তৃক প্রদত্ত ০৫.০৪.২০১৬ তারিখের আদেশটি বাতিল করার মাধ্যমে উক্ত রুলটি চূড়ান্ত ভাবে নিষ্পত্তি করে এ পর্যবেক্ষণ প্রদান করে ভিত্তিতে যে দুর্নীতি দমন কমিশনের অধিকতর তদন্তের স্বাধীনতা রয়েছে এবং সে ক্ষেত্রে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৭৩ (৭ বি) এর বিধান অনুযায়ী আদালতের কোনও আনুষ্ঠানিক আদেশের প্রয়োজন নেই। একই বিভাগ ৩১.০৩.২০১৭ তারিখ পর্যন্ত যে সম্পদ সংক্রান্ত মামলা তা অবরুদ্ধ করার আদেশও প্রদান করে।

উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে পিটিশনারগণ আপীলের অনুমতি প্রাপ্তির জন্য এই এই ক্রিমিনাল পিটিশন ফর লিভ টু আপীল দায়ের করেছেন।

পিটিশনারগণের পক্ষে জনাব রোকনউদ্দিন মাহমুদ, বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী, নিবেদন করেন যে কমিশন ০২.০৬.২০১৬ তারিখে স্পেশাল জজ কর্তৃক অধিকতর তদন্তের আবেদন প্রত্যাখ্যান করে যে আদেশ প্রদান করা হয়, সেটির বৈধতা ও যথার্থতাকে চ্যালেঞ্জ করেছিল, কিন্তু হাইকোর্ট বিভাগ ০৫.০৪.২০১৬ তারিখের আদেশটি বাতিল করে, যেটিকে চ্যালেঞ্জ করা হয়নি। তিনি আরও নিবেদন করেন যে, পিটিশনারগণের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রদান করা হয়েছিল যা কমিশন কর্তৃক যথাযথভাবে অনুমোদিত হয়েছিল এবং যখন রিপোর্টটি বিবেচনার জন্য নেওয়া হয়েছিল তখন বিশেষ পাবলিক প্রসিকিউটর রিপোর্টের বিরুদ্ধে কোনও আপত্তি উত্থাপন করেননি। সুতরাং, স্পেশাল জজ চূড়ান্ত প্রতিবেদন গ্রহণ করে পিটিশনারদের অব্যাহতি দেন। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে, অধিকতর তদন্তের আবেদন প্রত্যাখ্যান করে যে আদেশ দেওয়া হয়েছিল সেটিতে কোনোও ত্রুটি নেই।

জনাব খুরশিদ আলম খান, বিজ্ঞ কৌসুলি, দুর্নীতি দমন কমিশনের পক্ষে নিবেদন করেন যে, ফৌজদারি কার্যবিধির ১৭৩ (৩ বি) ধারা তদন্ত সংস্থাগুলিকে আদালতের কোনও অনুমোদন ছাড়াই অধিকতর তদন্তের অনুমতি দিয়েছে এবং যেহেতু অব্যাহতির আদেশ খালাসের আদেশ নয়, সুতরাং অধিকতর তদন্ত করার ক্ষেত্রে কোনোও বাধা নেই। হাইকোর্ট বিভাগ আইনটির সঠিক মূল্যায়নের পর পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, এই বিষয়ে অধিকতর তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী সংস্থাগুলির কোনো আনুষ্ঠানিক আদেশের প্রয়োজন নেই।

ফৌজদারি কার্যবিধির ১৭৩ (৩ বি) ধারায় অধিকতর তদন্তের বিষয়টিকে তদন্তকারী সংস্থাগুলির নিরস্কুশ বিশেষাধিকার হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। বিধানটি সুনির্দিষ্টভাবে অধিকতর তদন্তের আদেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে আদালতের কোনোও ক্ষমতা সর্ম্পকে উল্লেখ করে না। ফৌজদারি কার্যবিধির ১৫৬ ধারায় কেবল 'তদন্ত' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, 'অধিকতর তদন্ত' নয়। সন্দেহ নেই যে, যেখানে ইতোমধ্যে একটি পুলিশ রিপোর্টে তদন্ত শেষ হয়েছে, সেখানে আদালত ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৭৩ (৩ বি) ধারার অধীনে অধিকতর তদন্ত পরিচালনার জন্য পুলিশের ক্ষমতা প্রয়োগের আদেশ দিতে পারে। উল্লিখিত বিধানটি এমন কোনো সুনির্দিষ্ট শর্ত সরবরাহ করে না যে, পুলিশ কর্তৃক অধিকতর তদন্ত করার জন্য আদালতের অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন।

আবদুর রহমান বনাম রাষ্ট্র মামলাটিতে, যা ২৯ ডিএলআর (এসসি) ২৫৬-তে রিপোর্টকৃত, আদালত বলেছিলেন-

'বর্তমান মামলার ক্ষেত্রে অভিযুক্তের অপরাধটি একটি আমলযোগ্য অপরাধ হওয়ায় পুলিশ মামলাটির তদন্তভার গ্রহণ করে। কিন্তু, অভিযোগকারী এবং অন্যান্য সাক্ষীদের পাওয়া যাচ্ছিল না, কেননা পুলিশ রিপোর্ট অনুযায়ী হয় তারা লুকিয়েছিল অথবা ভারতে পাড়ি জমিয়েছিল। সুতরাং পুলিশ মামলাটির তদন্ত মূলতবি রাখা সমীচীন মনে করেনি এবং তারা একটি চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করে যার উপর ভিত্তি করে ম্যাজিস্ট্রেট হেফাজতে থাকা অভিযুক্তকে অব্যাহতি প্রদান করে। তবে কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট এর নিকট পুনঃতনন্তের আবেদন করে এই বলে যে পর্যাপ্ত সাক্ষ্য পাওয়া গিয়েছে এবং আরও সাক্ষ্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেট ০৯.০৪.১৯৭৩ তারিখের আদেশের মাধ্যমে আবেদনটি মঞ্জুর করেন। তদন্তের পর পুলিশ অভিযোগপত্র দাখিল করে যার উপর ভিত্তি করে ম্যাজিস্ট্রেট অপরাধটি আমলে নেন এবং আপিলকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়। আমরা মনে করি যে, এটি করার ক্ষেত্রে, পুলিশ বা ম্যাজিস্ট্রেট কেউই এখতিয়ারের বাইরে কাজ করেনি।'

ড. এইচ বি এম ইকবাল বনাম রাষ্ট্র মামলাটিতে, যা ১২ এমএলআর (এডি) ৩০-এ রিপোর্টকৃত, এই বিভাগ পর্যবেক্ষণ প্রদান করে যে, ফৌজদারি কার্যবিধির ১৭৩ (১) ধারার অধীনে চার্জশিট বা পুলিশ রির্পোট জমা দেওয়ার পর অতিরিক্ত সাক্ষ্য পাওয়া গেলে

তার উপর ভিত্তি করে অধিকতর তদন্তের আদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে বা সম্পূরক অভিযোগপত্র দাখিলের ক্ষেত্রে কোনো আইনী বাধা নেই।

চূড়ান্ত প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে অভিযুক্তকে অব্যাহতি দেওয়া খালাসের সমতুল্য নয়, সুতরাং পুলিশ রিপোর্ট গ্রহণের পরও অধিকতর তদন্ত পরিচালনার ক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই, যদি অভিযুক্তের বিরুদ্ধে নতুন সাক্ষ্য পাওয়া যায়। তদন্তকারী সংস্থা চুপচাপ বসে থাকতে পারে না। "এই ধারার কোনো কিছুই অধিকতর তদন্তের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করবে না"- ১৭৩ (৩বি) ধারায় ব্যবহৃত এ শব্দগুলো সুস্পষ্টভাবে জোরারোপ করে যে ১৭৩ ধারার কোনো কিছুকেই এমনভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে না যা তদন্তকারী সংস্থা কর্তৃক ফৌজদারি কার্যবিধির ১৭৩ (১) ধারার অধীনে রির্পোট দাখিলের পর অধিকতর তদন্তের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে। সাক্ষ্যের অভাবে যে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে তা গ্রহণের পরও আদালত অধিকতর তদন্তের আদেশ দিতে পারে। যেহেতু অব্যাহতির আদেশ মানে খালাস নয় এবং এটা চূড়ান্ত আদেশও নয়, সেহেতু অধিকতর তদন্ত অথবা তথ্যদাতা/অভিযোগকারী কর্তৃক দায়ের করা নারাজি পিটিশনের উপর ভিত্তি করে প্রদানকৃত সম্পূরক প্রতিবেদনের ভিত্তিতে একই অপরাধের জন্য অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। এটি এখন আর কোনো রেস ইন্টিগ্রা বিষয় নয় যে ন্যায়বিচারের স্বার্থে জরুরি মনে করলে আদালত কার্যবিধির ১৭৩ (৩বি) ধারার অধীনে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিলের পরও অধিকতর তদন্তের আদেশ প্রদান করতে পারে।

আইনের উপরোক্ত ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করে, আমাদের মতামত এই যে, অপরাধের তদন্ত পরিচালিত হয়েছে ফৌজদারি কার্যবিধির ১৫৪-১৭৩ ধারার বিধানসমূহকে উপেক্ষা করে এবং ১৭৩ (৩বি) ধারার অধীনে অধিকতর তদন্ত পরিচালনা করা তদন্তকারী সংস্থার একটি সংবিধিবদ্ধ অধিকার। হাইকোর্ট বিভাগ যথাযথভাবেই পুলিশ রির্পোট দাখিল এবং সেটি গ্রহণের পরও তদন্তকারী সংস্থাকে অধিকতর তদন্তের অনুমতি প্রদান করেছে।

প্রাসঙ্গিক ঘটনা, পরিস্থিতি এবং আইন বিবেচনা করে আমরা হাইকোর্টের সিদ্ধান্তে কোনও ভুল খুঁজে পাই না যা এই বিভাগ কর্তৃক হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি করে।

সুতরাং, লিভ পিটিশনটি খারিজ করা হলো।

দায়বর্জন বিবৃতি (DISCLAIMER)

শুধুমাত্র মামলার দুই পক্ষের এবং জনসাধারণের বোঝার সুবিধার্থে 'আমার ভাষা' সফটওয়্যার ব্যবহার করে বাংলায় এই রায়টি অনুবাদ করা হয়েছে। বাংলায় অনূদিত এ রায়কে অন্য কোনও উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। ব্যবহারিক ও সরকারি কাজে শুধুমাত্র মাননীয় আদালতের প্রকাশিত ইংরেজি রায়টিকে যথার্থ বলে গণ্য করা হবে এবং রায় বাস্তবায়নের জন্য ইংরেজি ভাষায় প্রদত্ত রায়টিকেই অনুসরণ করতে হবে।